চেতনা

মৌ মধুবন্তী
টরোন্টো, ২০০৭

সাম্যবাদ মানি, স্বাধীনতা মানি, মানি নারী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা । তার চেয়েও বেশী মানি তুমি আমার স্ত্রী । আমি তোমার সংসারে ভগবান । আমার আদেশ ছাড়া কোনোই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তোমার নেই। হায়রে প্রগতি! নারীর হাতে কলম , ফুল ঝরে অবিরাম, প্রগতি! স্বামীর হাতে কবিতা ও সমাজ, বৃষ্টি ঝরে রোমাঞ্চিত, প্রগতি!

চেতনা কোনো ঘটনা নয় । কবিতা পড়লেই, নাটক করলেই অথবা অক্ষরবৃত্তে বিরতিহীন কথা বললেই কেউ চেতনা সমৃদ্ধ হয়, আমার অন্তত তা মনে হয় না । মানবিক চেতনা যার ভেতর নেই সে কি করে একুশের চেতনা ও সমৃদ্ধির কথা বলে?চেতনা শুরু হবে ঘর থেকে। যে লোক স্ত্রীকে সম্মান করতে জানে না, যার অর্থনৈতিক মুক্তি চিন্তা নেই, সে গড়ে চেতনার প্রাসাদ , বড়ই হাস্যকর । চেতনা অবচেতনে ঘুমায়।

আমার স্বামী অন্য রকম। ভাবী কি যে বলেন আমার সাহেব না একেবারে অন্য রকম । আপনি বুঝবেন না । এই আমার বুঝে কাজ কি । আপনি বুঝছেন কিনা এতোবছরে তাই কন।এই অন্য রকমের খেলা ঘরে আমি একেবারেই অন্য রকম। চেতনা অন্যরকম ।

আমি কিন্তু কোনো কম দামী জিনিষই কিনতে পারি না । কাউকে তো গিফট দিলে মার্কেটের সেরা জিনিষ আমি দেই। একসঙ্গে বে'তে ঢুকলাম । চলুন এই লিপ্স্টিকটা কিনি। কত দাম। ১৯.৯৫। মাগো এতো দাম কেনো ? ফটকা বাহাদূর। চেতনা কিনিবো ।

এই ভাবী কি করেন । আসেন তো আমাদের সোসাইটিতে আপনি একটা পদ নেন। ও সিওর হোয়াই নট । ভাবী কোথায় উনাকে কালচারাল সেক্রেটারী পদটা দেন । না ভাবী আর এই বয়সে এই সব কি করবে। বাচ্চাদের দেখা শুনার দায়িত্ব আছে না ? হয়, তা যা কইছেন , যেন আমাগো আর কোনো ঘর সংসার নাইক্যা । গেলি । বিচিত্র চেতনা । নাকি চেইতেন না ।

আপনার স্বামী একটা হারামী, একটা পশু। এইভাবে কেউ বৌকে রেখে বাইরে যায়। ভাবী আপনি কইলে ধইরা একটা মাইর দেই তারে । না না কি যে বলেন । ঠিক আছে যখন যা লাগবে আপনার বলবেন। হ্যালো , হ্যালো বাজার লাগবে । ওতো বাজার বাজার করো কেনো । দুইদিন না খাইয়া থাকলে মেদ কমবে । হ্যা ভাবী টাকা পয়সা কিছু দিয়া যাই। যদি দরকার পড়ে । আরে এতো ফোন কেনো করো, আমি একটা জরুরী মিটিং এ আছি । পরের ঘরে চেতনা প্রস্ফুটিত।

এই তোমার স্বামীটা এতো চরিত্র হীন কেনো । এমন সময় ফোন বাজে । স্বামী ফোন তুলতেই স্ত্রী প্যারালাল ফোন তুলেই গালিগালজ, কুত্তার বাচ্চা সারাদিন মেয়ে বাজি। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। শুরু হয় মল্ল যুদ্ধ। দ'উজনেই হাসপাতালে। কয়েকদিন পর পার্টিতে সেজে গুজে গেলেন। হাই হানি। আমি তোমাকে ছাড়া খেতে পারছিনা । জানেন তো ভাবি আমাকে ছাড়া ও একটু ও ঘুমাতে পারে না । হ্যা তায়তো দু'জনেই একসাথে হাসপাতালে গেছিলেন। চেতনাকে কাপড় দাও ।

এই হলো চেতনা। রক্ত ঝরা একূশ সাজলো বিশ্ব জুড়ে রিকগিশানের জড়োয়া সাজে । দরজা যেখানে বন্দ্ধ , জানালা দিয়ে কত আর চেতনা চলাচল করবে। কেবল একুশে নয় , চেতনার উন্মেষ হোক প্রতিদিন, প্রতিকাজে । একুশ আমার কাছে আজ উদ্ভাস------